ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪১, ১৪২৯-১৪৩০/২০২১-২০২৩, ২৭১-২৮৮
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4118

মুণ্ডা, মাহাতো ও চৌদালীদের শিক্ষা সংগ্রাম

ইদ্রিস আলী
প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ

Abstract: The struggle of subalterns to obtain and education who live in Bangladesh's Southwest, near Satkhira and Khulna, such as the Munda, Mahato, and Choudali, will be looked at in this article. This article aims to demonstrate how these individuals have enhanced the educational system by overcoming a difficult stage in their lives. For the purpose of collecting data for this study, direct participation and observation methods were used. This analysis has shown that these three categories of people are effectively pursuing their own goals in conjunction with government and semi-government applied activities.

Key Words: Sundarban, Coastal area, Mission, Janajati.

ভূমিকা: পৃথিবীর ম্যানগ্রোভ খ্যাত বাংলাদেশের সুন্দরবন সংলগ্ন উপকূলবর্তী অঞ্চলে বসবাসরত মুণ্ডা, মাহাতো ও চৌদালী জনগোষ্ঠী বরাবরই ছিল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিচারে পশ্চাৎপদ। সমাজের মূলস্রোত থেকে যোজন দূরে থাকা নিম্নবর্গের অংশ এই সম্প্রদায়গুলিকে একসময় 'অসভ্য' ও 'বুনো' বলে সম্বোধন করতে অনেকের দ্বিধা হত না; শিক্ষার আলোয় আলোকিত হওয়া তাদের জন্য মোটেও সহজ ছিল না। এমনকি দীর্ঘসময় তারা জ্ঞানের রোশনাই থেকে দূরে অন্ধকারে বসবাস করেছে। সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলার বিভিন্ন উপজেলায় এদের বসবাস। এই তিনটি সম্প্রদায়ের শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার পিছনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে অর্থাভাব ও অস্পৃশ্যতা। মুণ্ডা জনগোষ্ঠীর খাদ্যাভাস তাদের অস্পৃশ্যতায় বেধে ফেলেছে; যা শিক্ষা অর্জনকেও ব্যাহত করছে। মাহাতো সম্প্রদায়ের অনুরূপ প্রতিবন্ধকতা থাকলেও তারা তা কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করছে। চৌদালীদের শিক্ষার প্রতি সচেতনতার অভাব ও আর্থিক অসংগতি প্রভাবক হিসাবে কাজ করছে। এক্ষেত্রে চৌদালিদের প্রচেষ্টা ও আগ্রহের ঘাটতি রয়েছে। এই তিনটি জনগোষ্ঠীর শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতির জন্য সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগসমূহ এবং গৃহীত উদ্যোগের প্রভাবে শিক্ষা ও সামাজিক বলয়ের পরিবর্তনগুলো তুলে ধরাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বর্তমান প্রবন্ধে উল্লিখিত তিনটি জনগোষ্ঠির শিক্ষাখাতে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা; প্রতিবন্ধকতা থেকে উত্তরণের সংগ্রাম তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নানা কারণে সমাজের পিছিয়ে থাকা মুণ্ডা, মাহাতো ও চৌদালী সম্প্রদায়ের

শিক্ষা বিষয়ক সংকট তুলে ধরাই বর্তমান গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। পাশাপাশি সংকট থেকে উত্তরণ ও মূলধারার শিক্ষায় উল্লেখিত জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্তকরণে গৃহীত গোষ্ঠীগত, সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগসমূহের প্রভাব বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণায় প্রাথমিক এবং কিছু ক্ষেত্রে দ্বৈতয়িক উৎস থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎসের মধ্যে রয়েছে- সাক্ষাৎকার এবং জীবনমান ও শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি নিয়ে পরিচালিত সমীক্ষা ও প্রতিবেদন। প্রশ্নমালা প্রনয়ণপূর্বক তিনটি গোষ্ঠী থেকে মোট ৫০ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। তিনটি গোষ্ঠী শিক্ষা অর্জনের পথে যে বৈষম্যের শিকার হয়েছে তা কেস স্টাডির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণাটিতে ব্যবহৃত তথ্যাদির ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংগ্রহের সময় ও স্থান উল্লেখপূর্বক আহরিত তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করা হয়েছে।[১] গবেষণার সুবিধার্থে ও নিরপেক্ষতার স্বার্থে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে গবেষক কোনো বিশেষ সমাজ, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসে সেখানে অবস্থান করে তাদের নিত্যকার আচার-আচরণ, রুচি-মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, জীবন-ধারা আয়ত্ত্ব করে নিজ গবেষণায় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে থাকেন।

ক. মুণ্ডা

আঠারো শতকের শেষ দিকে মুণ্ডারা নিজ আবাসভূমি ভারতের ঝাড়খন্ড-রাঁচি থেকে অভিবাসন করে জমির বিনিময়ে সুন্দরবন উপকূলে বসবাস শুরু করে। আবাদ ও বসতি স্থাপন সত্ত্বেও তারা বর্তমানে জমির মালিক নন। সুন্দরবন উপকূলবর্তী অঞ্চলের মুণ্ডারা জমি হারানোর পাশাপাশি খাদ্য, পোশাক, পরিচ্ছদ, শিক্ষা ও স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে।

ভারতের পরিচিত উপজাতিদের মধ্যে অন্যতম গোষ্ঠী মুণ্ডাদের বসবাস ভারতের ছোটনাগপুরের মালভূমিতে।[২] বর্তমানে মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম। এছাড়াও নেপাল এবং বাংলাদেশেও মুণ্ডারা বসবাস করছে।[৩] মুণ্ডাদের নিজস্ব ভাষা, ইতিহাস, সমাজকাঠামো, ধর্ম ও সংস্কৃতি রয়েছে। বিগত দুশো বছরে মুণ্ডাদের জীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া– তার মধ্যে সব থেকে অন্যতম ও হৃদয়বিদারক ঘটনা। যার জন্য ব্রিটিশ সরকার ও উচ্চবর্ণের হিন্দুদেরকে বেশি দায়ী করা হয়ে থাকে।[৪]

জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচারে একসময় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার পাশাপাশি মুণ্ডাদের একটা অংশ বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে চলে আসে। ১৮৭২ সালের আদমশুমারিতে মুণ্ডারা রাজশাহী জেলার আদিবাসী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়।[৫]

Human Rights Congress for Bangladesh Minorities (HRCBM)[৬] -এর রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাকুড়া, নাগপুর, বীরভূম, পুরুলিয়া, সাঁওতাল পরগণা এবং মেদিনীপুর জেলা হতে মুণ্ডারা পূর্ববঙ্গে এসেছে। পূর্ববঙ্গে মুণ্ডাদের আগমন সম্পর্কে তিনটা ধারণা প্রচলিত আছে। প্রথমত, ঝিনাইদহ জেলার (প্রাচীন যশোর) কালিগঞ্জের নলডাঙ্গার রাজা মুণ্ডাদের পূর্ববঙ্গে নিয়ে এসে দরবারের লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে নিয়োগ দেন। দ্বিতীয়ত, ১৮৫০ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের পরে ব্রিটিশরা মুণ্ডাদের নীলচাষ করার জন্য পূর্ববঙ্গে নিয়ে আসে। তৃতীয়ত, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ভূপতিরা মুণ্ডাদেরকে জঙ্গল পরিষ্কার ও লবণাক্ততা রোধে বাঁধ তৈরি করে জমিকে কৃষি ও বসতি উপযোগী করার জন্য নিয়ে আসে। সুন্দরবনের সন্নিকটে বসবাসরত মুণ্ডা সম্প্রদায়ের সাথে কথা বলে যা জানা যায়, তাদের পূর্ব পুরুষের আদি নিবাস ভারতের বিহারের রাঁচি। জমিদারেরা জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য তাদেরকে সুন্দরবনে নিয়ে আসেন। বন পরিষ্কার করে অনাবাদী জমি চাষের উপযোগী করাই ছিল মূলত তাদের কাজ।[৭] গাজী আজিজুর রহমান এই অভিবাসন কাল চিহ্নিত করেন আঠারো শতকে। সে সময় জনৈক জমিদার চুক্তিভিত্তিক কৃষি কাজের জন্য কিছু সংখ্যক মুণ্ডাকে রাঁচি থেকে এ অঞ্চলে আনেন।[৮]

এম.এ. আজিজ *সুন্দরবনের প্রাকৃতিক ইতিহাস* গ্রন্থে সুন্দরবনে মুণ্ডাদের আগমন সম্পর্কে লিখেছেন, "ছোট নাগপুর ও পশ্চিমবঙ্গের পাহাড়ি এলাকা থেকে বুনো নামক ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সুন্দরবনে এসে স্থায়ী আবাস গড়ে তোলে। এরা পর্যায়ক্রমে সুন্দরবনে আবাদের কাজে নিযুক্ত হয়। বুনোরা বাংলায় পারদর্শী ছিল। এ ছাড়া বাংলার নানা অঞ্চল থেকে সাঁওতাল, ওড়িয়া, মুণ্ডা ও মাহাতোরা সুন্দরবন এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। ধানের পশাপাশি নিজেদের প্রয়োজনে নানা ধরনের সবজির আবাদ করত।"[৯] সুন্দরবন উপকূলবর্তী খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম এবং কয়রা উপজেলার টেপাখালি, জোড়শিং, নোনাদিঘীর পাড়, বড়বাড়ি, কাটকাটা, বতুলবাজার, আংটিহারা, পশুরতল, মাজিবাইত, নলপাড়া, পাথাকাটা, গোয়ালখালি ও গাতিরঘের গ্রামে মুণ্ডা সম্প্রদায় বসবাস করে। কয়রা উপজেলার উত্তর বেদকাশি, দক্ষিণ বেদকাশি ও কয়রা সদর ইউনিয়নে মোট ৩১৭ মুণ্ডা পরিবারের বসবাস (পরিশিষ্ট ১)।[১০] সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর, দেবহাটা ও তালা উপজেলাতে মুণ্ডাদের বসবাস করতে দেখা যায়।[১১] তালা উপজেলার বাকখালী, আসান নগর, হরিণখোলা আড়োড়াঙ্গি, কৃষ্ণনগর ও গাছদুর্গাপুর গ্রামে মুণ্ডাদের বসবাস।[১২] (পরিশিষ্ট ২) শ্যামনগর উপজেলার বুড়িগোয়ালিনী, মুন্সিগঞ্জের শাটুলিয়া, ইশ্বরীপুর, কৈখালী, রমজাননগর, শ্যামনগর সদর ও গাবুরা– এই আট ইউনিয়নে মুণ্ডাদের বসবাস। বর্তমানে কালিন্দী, কালিঞ্চী, মালঞ্চ, চুনো, দাতিনাখালী, খোলপেটুয়া, আড়পাঙ্গাসিয়া, মরিচ্চাপ ইত্যাদি নদীর তীরে মুণ্ডাদের বসতি।[১৩]

এ.এফ.এম আব্দুল জলিল তার *সুন্দরবনের ইতিহাস* গ্রন্থে 'সুন্দরবনের মানুষ' অধ্যায়ে মুণ্ডাদের বর্ণনা করতে গিয়ে, 'বুনো' প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন। তাঁর মতে, "বুনো শব্দের

অর্থ বনের মানুষ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহারা বনের আদিম বাসিন্দা নহে। সুন্দরবনে ইহাদের সংখ্যা নগণ্য। দেশের বিভিন্ন স্থানে সাঁওতালদের ন্যায় বুনোদের বসতি আছে। সুন্দরবনের বুনোরা কঠোর পরিশ্রমী। শিক্ষার আলো আজও এই সমাজে প্রবেশ করে নাই। ইহারা সমাজের নিচের তলার মেহনতি মানুষ।"[১৪] তবে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে উপকূলবর্তী এসব মুণ্ডারা ধীরে ধীরে নিজেদের পাল্টে নিচ্ছে। প্রচলিত শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি আধুনিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ ও অন্য সম্প্রদায়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলার কারণে তাদের 'বুনো' নামটির গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে।[১৫]

সুন্দরবন উপকূলীয় মুণ্ডা সম্প্রদায় এক সময় শিক্ষা অর্জন থেকে অনেক দূরে ছিল। আর্থিক অস্বচ্ছলতাকে এ সমস্যার পিছনে অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে মনে করা হয়। স্কুলে পাঠানোর থেকে অর্থ আয়কে মুণ্ডারা বেশি অগ্রাধিকার দিত। অধিকন্তু, স্কুল ফেরত সন্তানের অভিযোগ বা আক্ষেপ মুণ্ডা বাবা-মাকে স্কুলের বিষয়ে অনুৎসাহিত করত। কুচে, ব্যাঙ, ইঁদুর, শামুক খাদ্য হিসাবে গ্রহণে অভ্যস্ত মুণ্ডা শিক্ষার্থীদের সাথে সহপাঠীরা মিশত না।[১৬] মুণ্ডা সম্প্রদায়ের পরিবার প্রধানদের প্রতিষ্ঠিত ভাবনা ছিল যে, ছেলেদের লেখাপড়া নয়, বরং কাজ করে খেতে হবে। এজন্য ছেলে সন্তান জন্ম দেয়ার উৎসাহ দেখা যায়। পক্ষান্তরে পরিবারগুলো মনে করত যে, মেয়েরা স্বামী-সংসার ও সন্তান সামলাবে। যার ফলে মেয়েদের রান্না-বান্না ও গৃহস্থলীর কাজ শেখানোর প্রাধান্য পেত।[১৭] সামাজিক অনিরাপত্তা, বাল্যবিবাহ, প্রথম পক্ষ দেখার পরে বিয়ে না হলে পরবর্তীতে আর বিয়ে না হওয়া প্রভৃতি সামাজিক ভাবনা মেয়েদের শিক্ষা অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করত। অল্প বয়সে পরিবার থেকে বিবাহ দিতে চাইলে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় এই জনগোষ্ঠীর মেয়ে মঞ্জুরী মুণ্ডা। এই ঘটনা কেস স্টাডি হিসেবে নিচে দেওয়া হল।[১৮]

> কেস স্টাডি ০১: মঞ্জুরী মুণ্ডার বাসা সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার মুন্সিগঞ্জে। মঞ্জুরীর বয়স তখন মাত্র ১২ বছর। পিতৃ-মাতৃহীন মঞ্জুরীর দাদা-কাকারা জোরপূর্বক তাকে বিয়ে দিতে চায়। মঞ্জুরীর ভাষায়, "... দাদা-কাকারা আমাকে জোর করে বিবাহ দিতে চাইলে আমি বাসা থেকে পালিয়ে ৫ কিলোমিটার দূরে ফাদারের মিশনে গিয়ে হাজির হই।" উল্লেখ্য, ফাদার লুইজি পাজ্জি সাতক্ষীরার শ্যামনগরে একটি আশ্রম গড়ে তুলে সেখানে মুণ্ডা মেয়েদের শিক্ষা, আবাসন ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে থাকেন। "দাদা-কাকারা মিশনে গিয়ে আমাকে খুঁজে পায়। ফাদারের কথা বিশ্বাস করে আমি আমার পরিবার ত্যাগ করি এবং নার্সিং পড়তে উৎসাহিত হই। এখন আমি স্বাবলম্বী। একটি বেসরকারি হাসপাতালে সেবিকার কাজ করি।"

শিক্ষা থেকে পিছিয়ে থাকার ক্ষেত্রে মুণ্ডাদের ভাষাও গুরুত্বপূর্ণ কারণ। মুণ্ডা শিশুরা বাংলা বলতে সংকোচবোধ করত। ভাষা নিয়ে অন্য সম্প্রদায়ের অনুসারীরা অবজ্ঞা করত।[১৯] এই প্রভাব স্কুলেও গিয়ে পড়ত। এ কারণে অনেক মুণ্ডা শিক্ষার্থী নিজ বাড়ি থেকে বহু দূরত্বে অবস্থিত বিদ্যালয়ে ভর্তি হত।[২০] স্কুলের শিক্ষকেরা অনেক সময় মুণ্ডাদের শরীরে ইঁদুরের গন্ধ বিধায় দূরে বসতে নির্দশ দিত। সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগরের মুণ্ডা সম্প্রদায়ের প্রদীপ

মুণ্ডাকে সহপাঠীরা 'বুনো' বলে গালি দিলে কষ্ট পেয়ে পরবর্তী সে আর স্কুলে যায়নি।[২১] মুণ্ডা শিক্ষার্থীরা সামনের বেঞ্চে বসলে মুসলমান সহপাঠীরা শিক্ষকের কাছে 'বুনোরা' কেন সামনে বসবে- এটা নিয়ে অনুযোগ করত। এসব ক্ষেত্রে শিক্ষকরা মুণ্ডা শিক্ষার্থীদের সামনের বেঞ্চে বসতে নিরুৎসাহিত করত।[২২]

আবার অনেক মুণ্ডা পরিবারের সন্তানেরা একা একা স্কুলে যেত। একা স্কুলে গেলে কারো সাথে কথা বলা যেতনা। নীরব থাকতে হত। স্কুলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই বেঞ্চে বসে কাটাতে হত। টয়লেট বা অন্য প্রয়োজন হলেও তারা স্কুলের বাইরে যেতনা।[২৩] শুরুতে যেখানে বসত, স্কুল ছুটি হলে সেখান থেকেই বাড়ির উদ্দেশ্যে চলে যেত। টয়লেট বা প্রাকৃতিক প্রয়োজন হলে সেটা চেপে রাখত। খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় তিন শতাধিক মুণ্ডা পরিবারের বসবাস।[২৪] কয়রা নিবাসী অশোক মুণ্ডার স্কুল জীবনের বৈষম্যমূলক স্মৃতিচারণ কেস স্টাডি হিসেবে নিচে দেওয়া হল।[২৫]

> কেস স্টাডি ০২: অশোক মুণ্ডা (৫০) ১৯৮৭ সালে মাধ্যমিক পাশ করেন। তিনি খুলনার কয়রার উত্তর বেদকাশি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন। সেসময়কার স্কুলের স্মৃতি হাতড়ে তিনি বলেন, "স্কুলে মুণ্ডা শিশুরা পিছনে এক কোনে বসতে বাধ্য হত। কারও সাথে কথা বলাও যেন নিষেধ ছিল। স্কুলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই বেঞ্চে বসতে হত। এমনকি টয়লেট বা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতেও বের হতো না। একদিন আমার টয়লেটে যাওয়ার দরকার পড়লেও আমি ভয়ে নির্দিষ্ট আসন ছেড়ে বাইরে বের হইনি। বাড়িতে গিয়ে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিব এই ভেবে স্কুল ছুটি শেষে দৌড় দিয়ে বাড়িতে যাওয়ার পথে খাল পার হতে গিয়ে পানিতেই টয়লেট সম্পন্ন করি।"

স্কুলে ভর্তির সময় অভিভাবকরা সন্তানের নামের শেষে মুণ্ডা লিখতে চাইলে শিক্ষকরা রাজি হত না; বিষয়টিকে মুণ্ডারা ভালভাবে নেয়না। শামুক ও ঝিনুক মুণ্ডাদের প্রিয় খাবারের মধ্যে অন্যতম। সুন্দরবনের বাসরত মুণ্ডা জনগোষ্ঠীর বাৎসরিক শামুক ও ঝিনুক আহরণের পরিমাণ ৩৮৬ মেট্রিক টন।[২৬] মুলত হাড়িয়া মদ, কুচে, ব্যাঙ, ইঁদুর, শামুক, ঝিনুক প্রভৃতি খাওয়ার কারণে অস্পৃশ্যতা বেশি কাজ করছে। অনেক পরিবার তাদের ছোট ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে উৎসাহ পেত না বা ভয় পেত। মুণ্ডা শিশুদের স্কুলে যাবার পথে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ ভয় দেখাত। অনেক সময় বলত স্কুলে যাবার পথে যে পিছনে পড়বে, তাকে তারা ধরে রেখে দেবে। স্কুলে যাবার পথে অন্য সম্প্রদায়ের লোকজন 'কুলি' বলে ঠাট্টা করত। 'কুলি-চুল ধরে ঝুলি', 'গোন (জোয়ার) হলে পোতব (পুতে ফেলা), ভাটা হলে তোলব' ইত্যাদি বলে তারা মুণ্ডাদের খেপাত।[২৭] খাদ্যাভাসের কারণে উপকূলীয় অন্য সম্প্রদায়রা মুণ্ডাদের দূরে ঠেলে দিত। এমনকি বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানেও মুণ্ডাদের সাথে মিশত না। শারীরিক গঠনের সুবাদে মুণ্ডা যুবকদের অনেকে খেলা বা অন্য দক্ষতা প্রদর্শনে থাকত এবং সমাজে তারা মূল্যায়ন পেত।[২৮]

এক সময়ের পশ্চাৎপদ মুণ্ডা সমাজের অবস্থা আজ অনেকটাই পাল্টে গেছে। আধুনিক শিক্ষার প্রসার, সচেতনতা বৃদ্ধি, বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতা, সরকারি বিভিন্ন পৃষ্ঠপোষকতা ও কিছু ব্যক্তি উদ্যোগে মুণ্ডারা উন্নয়নের পথে এগিয়েছে। আজকের এই অবস্থানে আসতে মুণ্ডাদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। বেসরকারিভাবে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মুণ্ডারা নিজেদের দুঃখ-গাথা তুলে ধরতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তারা মুণ্ডাদের এগিয়ে নিতে চাইলে স্থানীয় অন্য সম্প্রদায়ের মোড়ল-মাতব্বররা তাদের ভুল ধারণা দিত। অবজ্ঞা মিশ্রিত কথা বলত। অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে বর্তমানে যেমন মুণ্ডাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি তারা শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে মুণ্ডাদের উৎসাহিত করছে। মুণ্ডা জনগোষ্ঠীর ছেলে-মেয়েরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে না গেলে শিক্ষকরা খোজ নিচ্ছেন।[২৯] পড়ালেখা না শিখলে যে মুণ্ডারা পিছিয়ে থাকবে সে ব্যাপারে তারা মুণ্ডাদের সতর্ক করছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, মিডিয়া, এনজিও ও সরকারের প্রচেষ্টার পাশাপাশি মুণ্ডারা নিজেদের পরিবর্তনে নিজেরা নেতৃত্ব দেওয়া শুরু করেছে।[৩০]

মুণ্ডাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয় ইতালির নাগরিক ফাদার লুইজি পাজ্জির হাত ধরে। বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে ফাদার বাংলাদেশে আসেন। শুরুর দিকে ফাদার খুলনার চুকনগরে ঋষিদের মধ্যে কাজ করতেন। সাতক্ষীরাতে মুণ্ডা জনগোষ্ঠীর পশ্চাৎপদতা নিয়ে CDP (Coastal Development Partnership) নিউজ লেটারে আশরাফুল আলম টুটুর একটি লেখা পড়ে তিনি মুণ্ডাদের খোঁজ নেওয়া শুরু করেন। প্রাথমিক তথ্য নেওয়ার পরে সাতক্ষীরার শ্যামনগরের মুণ্ডাদের মধ্যে ফাদার শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম শুরু করতে চাইলেন। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'পরিত্রাণ' এর মাধ্যমে তিনি কমিউনিটি স্কুলের যাত্রা শুরু করেন ২০০০ সালে। এই স্কুলটি ২০০২ সাল পর্যন্ত চলমান ছিল। এই স্কুলে মুণ্ডাদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিল। মাসিক মিটিংগুলোতে ফাদার তাদের সাথে কথা বলতেন। তাদের সমস্যাগুলো কাছ থেকে বোঝার চেষ্টা করতেন। তিনি মুণ্ডা সম্প্রদায়ের স্থায়ী-টেকসই সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল এই সংগঠনের নেতৃত্ব স্থানীয় মুণ্ডাদেরকে নিতে হবে। মুণ্ডা সম্প্রদায়ের সচেতন ও উদ্যমী ব্যক্তিদের ফাদার বললেন, 'তোমরা যেমন তোমাদের সম্প্রদায়কে জানো, সেটা আমি বিদেশি মানুষ হিসেবে অত জানব না, এজন্য দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নও সম্ভব হবে না।' ফাদারের পরামর্শ ও দিক নির্দেশনায় কিছু শিক্ষিত উদ্যমী ব্যক্তি সাতক্ষীরার তালা, শ্যামনগর ও খুলনার কয়রা উপজেলার মুণ্ডা সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বতনদের সাথে ২০০৩ সালে খুলনায় মানিকতোলায় একত্রিত হয়ে সুন্দরবন আদিবাসী মুণ্ডা সংস্থা (সামস) নামে সংগঠনের যাত্রা শুরু করেন।[৩১] ২০০৮ সালে এই সংস্থা সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধন লাভ করে এবং স্থানীয় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহযোগিতায় এর কার্যক্রম শুরু হয়। সামস এর

কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- কম্যুনিটি এডুকেশন, স্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কার্যক্রম, বিকল্প কর্মসৃজন প্রকল্প, সামাজিক বনায়ন, আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা কার্যক্রম ইত্যাদি।[৩২] শিক্ষা শুরুতেই সংগঠনের অগ্রাধিকার তালিকায় ছিল। সুন্দরবন আদিবাসী মুণ্ডা সংস্থা ২০১১ সালে এনজিও ব্যুরোর নিবন্ধন পায় (যার নিবন্ধন নং ২৬৪৬)। এরপর ইতালি থেকে ফান্ড আসা শুরু হয়। যেটা দিয়ে শুরুতে মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌর বিদ্যুৎ দেওয়া হয়। এরপর মুণ্ডাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়। ২০০৩ সালে শ্যামনগরের ঈশ্বরীপুরে ফাদারের বাড়ির সাথে বোর্ডিং এর সুত্রপাত হয়। যেসব মেয়েরা পরিবারে পড়ার সুযোগ পেত না ফাদার তাদের আবাসন সুবিধা ও পড়াশোনার খরচ দেওয়া শুরু করলেন। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য সম্প্রদায়কেও ফাদার সহায়তা করে আসছেন। এছাড়াও অন্য বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন- সৌর বিদ্যুৎ ও পানির ট্যাংক বিতরণ, ঘর তৈরি, জমি ক্রয় শুধু মুণ্ডাদের জন্য নির্দিষ্ট। প্রতি বছর ১০ জন ছেলে-মেয়ের পড়ার যাবতীয় খরচ ফাদার বহন করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে মুণ্ডা সম্প্রদায়কে এগিয়ে নিতে বর্তমানে ৮টা স্কুল চালু আছে। যার মধ্যে ফাদারের তত্ত্বাবধানে ৪টা স্কুল ও অন্যান্য বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার তত্ত্বাবধানে ৪টা স্কুল রয়েছে।[৩৩]

ফাদারের উদ্যোগে মুণ্ডা সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষিত, সচেতন ও উদ্যমী যুবকের সংখ্যা ব্যাপক বৃদ্ধি পায় যারা নিজেদের কমিউনিটির উন্নয়নে কাজ করছে। তাদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। (পরিশিষ্ট ৩) ফাদার দুই দশক পরে তার কাজের মূল্যায়নে বলেন, তিনি তাঁর স্বপ্নের মাত্র এক চতুর্থাংশ পূরণ করেছেন। পরীক্ষার ফলাফলের চেয়ে প্রকৃত শিক্ষা অর্জনে গুরুত্ব বেশি। তিনি মুণ্ডা কমিউনিটির যুবকদের নেতৃত্বে এগিয়ে আসার ব্যাপারে বেশি জোর দেন।[৩৪] এই জনগোষ্ঠী শিক্ষা অর্জনে অগ্রসর হবার সাথে সাথে নিজেদের ইতিহাস, ঐতিহ্য রক্ষায় সচেতন হয়েছে এবং স্থানীয় সরকার ও উন্নয়ন সংস্থার সাথে এ বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এই জনগোষ্ঠীর মেয়েরাও খেলাধুলাতে সম্পৃক্ত হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বি.কে.এস.পি) তে এই জনগোষ্ঠীর চার জন মেয়ে ফুটবলার হিসেবে নাম লিখিয়েছে।[৩৫]

শিক্ষায় এগিয়ে গেলেও চর্চার অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে মুণ্ডাদের নিজস্ব ভাষা। নাগরী, সাদরি, মুণ্ডারী– আদি যে ভাষায় কথা বলত মুণ্ডারা, তার ব্যবহার খুব বেশি নেই বললেই চলে। বর্তমানে মুণ্ডারা নিজেদের মধ্যে সাদৃ ভাষায় কথা বলে। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে নিজস্ব ভাষায় কথা বলতে সংকোচ বোধ করতে দেখা যায়। কোথাও কোথাও আবার অনুৎসাহিতও করা হয়। ভাষার নিজস্ব বর্ণমালার অনুপস্থিতিও এটা টিকে না থাকার একটা কারণ। বিভিন্ন ব্যক্তি ও সরকারি-বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার তৎপরতা এবং তথ্য প্রযুক্তির অবাধ প্রবাহের পাশাপাশি নিজেদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মুণ্ডা সম্প্রদায় শিক্ষা ক্ষেত্রে পূর্বের বঞ্চনাকে পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে।

খ. মাহাতো

সুন্দরবন উপকূলে বাসরত মাহাতো সম্প্রদায়ের জীবন কষ্ট ও সংগ্রামমুখর। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আরণ্যক* উপন্যাসে লেখকের সাথে গনু মাহাতোর কথোপকথনে মাহাতোদের কষ্টের গল্প ফুটে উঠেছে করুণভাবে। সে সময় মাহাতোরা মাসের পর মাস ভাতের দেখা পেত না। খেড়ির সিদ্ধ দানা ও বন-জঙ্গলের বাতোয়া শাক সিদ্ধ করে লবণ দিয়ে খেত মাহাতোরা। ফাল্গুন মাসে জঙ্গলের গুড়মির ফল লবণ দিয়ে ভক্ষণ করত।[৩৬] সমরেশ বসুর *আম মাহাতো* উপন্যাসে আম মাহাতো চরিত্রে মাহাতো জনগোষ্ঠীর বর্ণনা পাওয়া যায়। কুর্মি জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানুষের ব্যবহৃত পদবি মাহাতো। ধারণা করা হয় কুর্মি শব্দ থেকে ঢাকার কুর্মিটোলা নামটি এসেছে।[৩৭] নৃতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে জানা যায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ছত্রিশগড়, ছোটনাগপুর, রাঁচি, সিংভূম, মানভূম এলাকায় মাহাতোদের পূর্বপুরুষের আদি ভূমি ছিল।[৩৮] এসব এলাকা থেকে মাহাতোরা আঠারো-উনিশ শতকে বাংলায় স্থানান্তরিত হতে পারে।[৩৯] ভারত ও বাংলাদেশের বাইরে নেপাল ও মরিশাসে এই জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে।[৪০]

বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ ও সংলগ্ন উপজেলা ও বগুড়ার শেরপুর উপজেলায় মাহাতো সম্প্রদায় বেশি বসবাস করে। এছাড়া জয়পুরহাটের কাশপুর, মহিপুর, দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট, নওগাঁ জেলার ধামাইরহাট, রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ি ও তানোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল, পাবনা জেলার চাটমোহর, ফরিদপুর জেলার বালিয়াকান্দি ও বোয়ালমারী উপজেলায় মাহাতোদের বসবাস। এর বাইরে নাটোর, সিলেট, মৌলভীবাজার ও খুলনা জেলা সহ মোট ১৮ টি জেলার ৩৩ টি উপজেলার মাহাতো জনগোষ্ঠী বসবাস করে।[৪১]

কঠোর পরিশ্রমী ও বলবান হওয়ায় জমিদাররা মাহাতোদের পূর্ববঙ্গে নিয়ে আসেন। সুন্দরবন উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী মাহাতো সম্প্রদায় মূলত বন কেটে আবাদ করার মাধ্যমে নিজেদের বসবাসের জায়গা তৈরি করে নেয়। মাহাতোরা শারীরিকভাবে অত্যাধিক শক্তিশালী হবার ফলে তাদের নামের শেষে 'ঘোড়া' বলে ডাকা হতো। মাহাতোদের নেতাগোছের ব্যক্তিদের 'কুর্মি মাহাতো' বলা হয়। অস্বচ্ছল ও পিছিয়ে পড়া মাহাতোদের বলা হয় 'বেদিয়া মাহাতো'। তবে উভয় মাহাতো সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ ও সামাজিকতা একই। সাধারণত মাহাতোদের নিজ সম্প্রদায়ের বাইরে বিয়ে হয় না। শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত অথবা অন্য সম্প্রদায়ে বিবাহ ইচ্ছুক মাহাতোরা পদবি পরিবর্তন করে মাইতি, রায়, চৌধুরী প্রভৃতি পদবি ব্যবহার করছে। বিবাহ ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং সংস্কৃতির আত্মীকরণের ফলে মাহাতোরা বর্তমানে সংকর জাতিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।[৪২]

খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার উত্তর বেদকাশি ইউনিয়নের হরিহরপুর গ্রামে মাহাতোদের ৫৪ টি পরিবার বাস করে (পরিশিষ্ট ৫)।[৪৩] প্রতিকূল পরিবেশ ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ

মোকাবেলা করে দীর্ঘ সময় ধরে মাহাতোরা এখানে বসবাস করে আসছে। উল্লেখ্য, এ অঞ্চলের মাহাতোরা নিজেদেরকে মুণ্ডা সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করে। ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে জানা যায়, এ অঞ্চলের মাহাতোরা শিক্ষা-সংস্কৃতিতে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করছে। এক সময় অন্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা মাহাতোদের সাথে মিশতে ও কথা বলতে ঘৃণাবোধ করতো এবং দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করতো। বর্তমানে মাহাতো সম্প্রদায় নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করতে জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। মাহাতো সম্প্রদায়ে পরিচালিত ২০২০ সালের এক জরিপে জানা যায় যে, ৪৬% জনগোষ্ঠীর স্বাক্ষর জ্ঞান আছে। পঞ্চম শ্রেণি থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষিতের হার ২৩%। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ৯%। স্নাতক উত্তীর্ণ ৪ জন। ২০২১ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণের সংখ্যা বেড়েছে। এই সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরা বর্তমানে দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতোকোত্তর স্তরে অধ্যয়ন করছে। এর পাশাপাশি চাকরিতেও ভালো অবস্থান করে নিচ্ছে। মাহাতো জনগোষ্ঠীর শিক্ষার অনগ্রসরতা নিম্নের কেস স্টাডির মাধ্যমে তুলে ধরা হল।[৪৪]

> কেস স্টাডি ০৩: খুলনার কয়রা উপজেলার হরিহরপুর গ্রাম নিবাসী রুহিত মাহাতোর বাবা রঞ্জিত মাহাতো (৫৫) একজন কৃষক। রুহিত বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। রুহিতের ভাষায়, "আমাদের পরিবারে দারিদ্র থাকলেও পরিবার ও কমিউনিটি আমাকে কখনও পড়াশুনায় নিরুৎসাহিত করেনি। আমাদের সমাজে অনেক ক্ষেত্রে মেয়েদের দ্রুত বিয়ে হয়ে যায়। আমার বাবা কৃষক হলেও আমি যাতে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারি সে জন্য তিনি খুব আন্তরিক। কমিউনিটির অন্যরাও আমাকে সবসময় উৎসাহিত করত। বর্তমানে আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন নিয়ে পড়তে পারছি।"

খুলনার কয়রা ছাড়াও সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলার শোভনালী ইউনিয়নের বদরতলা গ্রামে ১৬ টি মাহাতো পরিবার বসবাস করে (পরিশিষ্ট ৪)।[৪৫] শিক্ষিত মাহাতোদের ভারতে চলে যাবার প্রবণতার কারণে প্রতিবছর এখানকার মাহাতো জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে। এছাড়া সম্প্রদায় বহির্ভুক্ত বিয়েও জনসংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ।[৪৬] ১৯৬৭ সালে মনোহর মাহাতোর উদ্যোগে বদরতোলায় যাদবচন্দ্র মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানকার মাহাতো জনগোষ্ঠী আর্থিকভাবে তুলনামূলক সাবলম্বী হওয়ায় এবং স্থানীয় বাজার, মন্দির ও মাধ্যমিক স্কুল মাহাতো গোষ্ঠী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের প্রতি বৈষম্য কম ছিল। যদিও স্থানীয় অন্য সম্প্রদায় মাহাতোদের 'বুনো' সম্বোধন ও তাদের 'গায়ে গন্ধ' বলে হেয় প্রতিপন্ন করতে বাদ রাখত না।[৪৭] ২০০০ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত এই জনগোষ্ঠীর শিক্ষার হারে অনেক এগিয়ে ছিল। কিন্তু বর্তমানে স্মার্ট ফোনে অতিরিক্ত আসক্তি, বাল্যবিবাহ ও ভারতে স্থানান্তরিত হওয়ার প্রভাবে এতে কিছু ভাটা পড়েছে।[৪৮] বিশ্বায়ন ও তথ্য প্রযুক্তি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়নের ছোঁয়ায় পাল্টে যাচ্ছে মাহাতোদের জীবন-জীবিকা।[৪৯] অগ্রসরমান অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সাথে নীরব প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত নিজেদেরকে পাল্টে নিচ্ছে ক্ষুদ্র এ জাতিসত্তা।

গ. চৌদালী

সাতক্ষীরা জেলার ছয়ঘরিয়া, পারুলিয়া, কুলিয়া, ভাদছাড়া, গাজীপুর, ঘোনা, কাথন্ডা, খলিলনগর, বৈকারি, কুশখালী, হিজলদি, চন্দনপুর প্রভৃতি এলাকায় চৌদালী সম্প্রদায়ের বসবাস।[৫০] (পরিশিষ্ট ৬) পশ্চিমবঙ্গের বশিরহাট ও উত্তর চব্বিশ পরগনায়ও এদের বসতি আছে। সাতক্ষীরা জেলার চৌদালীরা নিজেদের আদি নিবাস সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না। প্রচলিত আছে যে, তাদের পূর্বপুরুষ মাথায় ডালা নিয়ে মাছ বিক্রয় করত। যে কারণে তাদেরকে 'ডালা সৈয়দ' বলা হয়। এছাড়াও চৌদালীরা নিজেরদেরকে হযরত দাউদ (আ.) এর বংশধর বলে মনে করে।[৫১] চৌদালিদের মত তফসিলি সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীকে ধীবর, কৈবর্ত্য, নিকারি, মাছুয়া, মালো ইত্যাদি নামে ডাকা হয়। বাংলাদেশের যশোর, ঝিনাইদহ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে যারা মাছ বিক্রি পেশার সাথে সম্পৃক্ত তারা নিকারি নামে পরিচিত।[৫২] সাতক্ষীরায় বসবাসকারী এই সম্প্রদায় নিকারি কি-না সে সংক্রান্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই সম্প্রদায়ীরা ধর্মীয়ভাবে মুসলমান হলেও এদেরকে একসময় 'বাগদি' বলা হত।[৫৩] এ অঞ্চলের চৌদালীরা পার্শ্ববর্তী অন্য সম্প্রদায়ের মত ইসলাম ধর্মের সুন্নি আদর্শে বিশ্বাসী। তারা আড়ম্বরের সাথে দুই ঈদ উৎযাপন ও রমজান মাসে রোজা পালন করে। সুদূর অতীতে তারা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাথে পূজা-অর্চনায়ও অংশ নিত। এই সম্প্রদায়ীরা পোশায় মূলত জেলে।[৫৪] মাছের আবাসস্থল সংকটের কারণে বর্তমানে তারা পেশা পরিবর্তন করে কৃষিকাজ ও ইট ভাটার শ্রমিক হিসেবে অংশ নিচ্ছে। এই সম্প্রদায়ের মেয়েদের সাধারণত অন্য সম্প্রদায়ের সাথে বিবাহ হয় না। তবে নিজেদের প্রচেষ্টায় সমাজে ভাল অবস্থানে যাওয়া ব্যক্তিরা সম্প্রদায়ের বাইরে গিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

এই সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর পড়ালেখার সাথে সম্পর্ক খুবই কম। প্রাথমিকের গন্ডি পেরোনো শিক্ষার্থী হাতে গোনা। শিশু অবস্থায় এরা সাধারণত মাছ ধরা ও কাগজ কুড়ানোয় ব্যস্ত থাকে।[৫৫] জামাত আলী এই সম্প্রদায় থেকে উঠে আসা একজন ব্যতিক্রমী উদাহরণ। জামাত আলী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরকার ও রাজনীতি বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে তিনি একটি সরকারি ব্যাংকে উচ্চপদে কর্মরত আছেন। ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে দেখা যায় জামাত আলীর আগে বা পরে এই সম্প্রদায়ের পড়ালেখায় এতদূর কেউ আসতে পারেনি।[৫৬] জামাত আলীর শিক্ষা অর্জনের ঘটনা নিচের কেস স্টাডিতে তুলে ধরা হল।[৫৭]

> কেস স্টাডি ০৪: জামাত আলীর (৪৫) বাসা সাতক্ষীরা সদরের কাথন্ডা গ্রামে। তিনি এই গোষ্ঠী থেকে উঠে আসা একজন সফল ব্যক্তি। তার গল্প সংগ্রামমুখর। তিনি বলছিলেন,... "অপরের বাড়িতে লজিং থেকেই আমি আমার শিক্ষা জীবন শেষ করেছি। নিজ কমিউনিটি থেকে পড়ালেখার জন্য তেমন উৎসাহ পাইনি। তারপরেও নিজ প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়ালেখা শেষ করি। প্রথমে জগন্নাথ

> বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামি শিক্ষা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগে ভর্তির জন্য সুযোগ পেলেও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরকার ও রাজনৈতিক বিভাগ নিয়ে ১৯৯৭-১৯৯৮ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষ করি। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পড়াশোনা করতে গিয়ে ও লজিং থাকতে হয়েছে। পড়াশোনা শেষে করে কয়েকটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি শেষে ২০১১ সালে জনতা ব্যাংকে যোগদান করি।"

পড়াশোনার প্রতি তাদের অনাগ্রহের কারণ প্রধানত অভাব। এই অভাব যেমন আর্থিক, তেমনি সচেতনতার।[৫৮] তারা মনে করে পড়াশুনার দরকার শুধুমাত্র ছোট অবস্থাতেই। একটু বড় হলেই আর পড়াশোনার দরকার নেই। কাজই তাদের জন্য নির্ধারিত। শিক্ষা অর্জনের জন্য বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঋশিল্পী কর্তৃক পরিচালিত ৪ টি স্কুল রয়েছে। সাতক্ষীরা সদরের ঘোনা ইউনিয়নের ছনকা ও কাথন্ডা গ্রামে আছে দুইটা করে মোট ৪ টি ঋশিল্পী কমিউনিটি প্রাইমারি স্কুল। এ সকল স্কুলে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। শিক্ষার যাবতীয় উপকরণ স্কুল কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করে। এর বাইরে জীবনমান উন্নয়নে ঋশিল্পীর আরেকটি উদ্যোগের নাম এ.এস.পি. (আমার সোনার পরিবার)। এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য বাল্যবিবাহ ও যৌতুকপ্রথা রোধ করা।[৫৯] মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পর তারা সাধারণত আর পড়ে না। ঋশিল্পী তাদের কার্যক্রম শুরু করার আগে এদের পড়ার হার খুবই কম ছিল। বর্তমানে এই সম্প্রদায়ের অনেকেই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পড়াশোনা করছে। পূর্বে মেয়েদের ১১-১২ বছর বয়সে বিয়ে হলেও বর্তমানে তা বেড়ে ১৭-১৮ এ দাঁড়িয়েছে।[৬০] চৌদালীরা এতই দরিদ্র যে তাদের বসবাসকৃত ৯০% ঘরই মাটির তৈরি। কারো টিনের ছাউনি। তবে অধিকাংশেরই নারকেলের পাতার ছাউনি। বসবাসকৃত জায়গাটুকুই সম্পদ, বাকি ১% চৌদালী অর্থ উপার্জন করে অল্প কিছু জমি ক্রয় করেছে। সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহ এগিয়ে আসলে আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি দিক থেকে অনগ্রসর এই জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন সম্ভব।

উপসংহার

নিজ ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কখনও বা ভাগ্যান্বেষণে যারা সুন্দরবন উপকূলবর্তী অঞ্চলে এসেছে, খাদ্য-বস্ত্র ও বাসস্থানের সন্ধানেই তাদের কেটেছে বেশিরভাগ সময়। সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পিছিয়ে পড়া জনজাতির অন্তর্ভুক্ত মুণ্ডা, মাহাতো ও চৌদালীদের শিক্ষা অর্জনের বন্ধুর পথ অতিক্রমের এখনও অনেকটাই বাকি। মুণ্ডা, মাহাতো, চৌদালীদের মধ্যে শিক্ষায় বেশি এগিয়েছে মাহাতো গোষ্ঠী। এরপরে মুণ্ডাদের অবস্থান তুলনামূলকভাবে উপরে। বর্তমানে এ অঞ্চলের মুণ্ডা জনগোষ্ঠী শিক্ষা ক্ষেত্রে স্থানীয় অন্য সম্প্রদায় থেকে খুব বেশি পিছিয়ে নেই। তবে চৌদালী জনগোষ্ঠী পিছিয়ে আছে আগের মতই। নিজেদের বংশের উৎপত্তির ইতিহাস আজও তাদের কাছে অজানা। নিজেদেরকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য চৌদালিদের নিজস্ব কোন তৎপরতাও চোখে পড়ে না।

তবে এসব জনগোষ্ঠীকে শিক্ষায় বা আধুনিক সমাজে অন্তর্ভুক্তিতে আশার আলো হয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি বা ব্যক্তি উদ্যোগের বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছে। ১৯৭০-এর দশকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে মিশনারি বা পর্যটনের উদ্দেশ্যে উপকূলের এসব অঞ্চলে ঘুরতে এসে এখানকার নিম্নবর্ণের মানুষের কষ্ট দেখে তাদের জীবনমান ও ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে বছরের পর বছর তারা থেকে গেছে এবং এখানে গড়ে তুলেছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উদ্যোগে বদলে যাচ্ছে প্রবন্ধে আলোচিত জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা, শিক্ষা-সংস্কৃতি। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সুন্দরবন উপকূলবর্তী অঞ্চলে বেসরকারি সংস্থাসমূহ নানামুখী উদ্যোগ নিলেও এসব জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে তাদের জীবনমান উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তিমূলক কোনো প্রচেষ্টা চোখে পড়ে না। দেশের বাইরে থেকে তহবিল আনার সুবিধার্থে সুন্দরবন উপকূলে কার্যক্রম পরিচালনাকারী বেসরকারি সংস্থা দায়সারাভাবে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করে। মুণ্ডা, মাহাতো ও চৌদালীদের মত নিম্নবর্গের মানুষের শিক্ষাসহ জীবনমানের সার্বিক উন্নয়ন তাদের কর্মসূচীতে খুব কমই স্থান পায়। যদিও ঋশিল্পীর মত কিছু বেসরকারি সংস্থা তাদের শিক্ষা, জীবনমানের উন্নয়ন ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে এগিয়ে আসছে; তারপরেও অগ্রগতি আশানুরুপ নয়।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১. R. J. Shafer, *A Guide to Historical Method* (Illinois: Dorsey Press, 1974), 19.

২. H. H. Risley, *Traibes and Castes of Bengal* (Calcutta: Firma Mukhopadhyay, 1981), 101.

৩. বদরু মোহাম্মাদখালেকুজ্জামান, *তালা উপজেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য* (ঢাকা: প্রতিভা প্রকাশ, ২০১৬), ৫৬।

৪. *প্রাগুক্ত*, ৫৬।

৫. *প্রাগুক্ত*, ৬০।

৬. Human Rights Congress for Bangladesh Minorities (HRCBM) is a worldwide campaigning movement dedicating to protecting the human rights in Bangladesh.

৭. শিরীণ খান, 'মুণ্ডা', *বাংলাদেশের আদিবাসী*-৩য় খণ্ড, মেসবাহ কামাল সম্পাদিত, (ঢাকা: উৎস প্রকাশনী), ৩৭১।

৮. গাজী আজিজুর রহমান, 'সুন্দরবনে মুণ্ডা উপজাতি', *সুন্দরবনের ইতিহাস*-২য় খণ্ড, রাজিব আহমেদ সম্পাদিত, (ঢাকা : গতিধারা, ২০১২), ২২৮।

৯. এম. এ.আজিজ, *সুন্দরবনের প্রাকৃতিক ইতিহাস*, (ঢাকা: প্রথমা, ২০২২), ৫০।

১০. রাজিব আহমেদ (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ২২৮।

১১. মেসবাহ কামাল (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ৩৭১।

১২. মনজুরুল আলম মুকুল, "অস্তিত্ব সঙ্কটে সুন্দরবনের মুণ্ডা অধিবাসী", ২৬ ডিসেম্বর, ২০১৪। http://www. risingbd.com / risingbd -special/ 2023/03/03/.

১৩. রাজিব আহমেদ (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, ২২৮।

১৪. এ. এফ. এম আব্দুল জলীল, *সুন্দরবনের ইতিহাস*, (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৯), ২০২।

১৫. *সাক্ষাৎকার:* ভারত মুণ্ডা (বয়স: ৬৫), সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: লেখক, ঠিকানা: কয়রা, খুলনা, তারিখ: ২৮/০৫/২০২২।

১৬. *সাক্ষাৎকার:* ছিদাম মুণ্ডা (বয়স: ৪৫), সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: লেখক, ঠিকানা: কয়রা, খুলনা, তারিখ: ১৩/৭/২০২২।

১৭. *সাক্ষাৎকার:* সাবিত্রী মুণ্ডা (বয়স: ৩৮), গৃহিণী, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: লেখক, ঠিকানা: বাকখালী, সাতক্ষীরা সদর, তারিখ: ২০/৭/২০২২।

১৮. *সাক্ষাৎকার:* মনজুরী মুণ্ডা (বয়স: ৩০), সেবিকা, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: লেখক, ঠিকানা: বাকখালী, সাতক্ষীরা সদর, তারিখ: ২০/৭/২০২২।

১৯. *সাক্ষাৎকার:* অশোক মুণ্ডা (বয়স: ৫০), সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: লেখক, ঠিকানা: কয়রা, খুলনা, তারিখ: ২০/৭/২০২২।

২০. *সাক্ষাৎকার:* উজ্জল মুণ্ডা (বয়স: ৩২), এনজিও কর্মী, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: লেখক, ঠিকানা: কয়রা, খুলনা, তারিখ: ২৮/০৫/২০২২।

২১. *সাক্ষাৎকার:* গোপাল মুণ্ডা (বয়স: ৬০) সভাপতি শামস (শ্যামনগর আদিবাসী মুণ্ডা সংস্থা), সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: লেখক, ঠিকানা: কালিঞ্চি, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা, তারিখ: ৩০/৭/২০২২

২২. *সাক্ষাৎকার:* প্রদীপ মুণ্ডা (বয়স: ৩৭), সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: লেখক, ঠিকানা: দাতিনাখালী, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা, তারিখ: ২ জুলাই, ২০২৩।

২৩. *সাক্ষাৎকার:* বিমল মুণ্ডা (বয়স: ৭৫), সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: লেখক, ঠিকানা: কয়রা, খুলনা, তারিখ: ২৮/০৫/২০২২।

২৪. *সাক্ষাৎকার:* বলাই কৃষ্ণ সরদার, (বয়স: ৩০) সভাপতি, কয়রা নৃ-তাত্ত্বিক আদিবাসী সমবায় সমিতি লিমিটেড, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: লেখক, ঠিকানা: কয়রা, খুলনা, তারিখ: ২৫/১২/ ২০২০।

২৫. *সাক্ষাৎকার:* অশোক মুণ্ডা, ঐ, তারিখ: ২০/৭/২০২২।

২৬. M. B. Zaman, *Ecology and Economic Status of Lime Producing Mangrove Gastropods in Bangladesh,* (Ph. D Thesis, IES, Rajshahi University, 2011),197.

২৭. *সাক্ষাৎকার:* আনন্দনী মুণ্ডা (বয়স: ৩২), সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: লেখক, স্থান: দাতিনাখালী, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা, তারিখ: ২৫/০৭/২০২২।

২৮. *সাক্ষাৎকার:* গোপাল মুণ্ডা, ঐ, তারিখ: ২৭/০৭/২০২২।

২৯. *সাক্ষাৎকার:* প্রদীপ মুণ্ডা (বয়স: ৩৭), ঐ।

৩০. *সাক্ষাৎকার:* গোপাল মুণ্ডা, ঐ।

৩১. *সাক্ষাৎকার:* কৃষ্ণপদ মুণ্ডা (বয়স: ৩৫), নির্বাহী পরিচালক, সামস (শ্যামনগর আদিবাসী মুণ্ডা সংস্থা), শ্যামনগর, সাতক্ষীরা, তারিখ: ৩১/১২/২০২০।

৩২. *সাক্ষাৎকার:* কৃষ্ণপদ মুণ্ডা (বয়স: ৩৫), ঐ।

৩৩. *সাক্ষাৎকার:* কৃষ্ণপদ মুণ্ডা (বয়স: ৩৫), ঐ।

৩৪. *সাক্ষাৎকার:* অপর্ণা মুণ্ডা (বয়স: ২২), শিক্ষার্থী, কালিঞ্চি, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: লেখক, স্থান: শ্যামনগর, সাতক্ষীরা, তারিখ: ৩/৭/২০২৩।

৩৫. সাক্ষাৎকার: প্রদীপ মুণ্ডা (বয়স: ৩৭), ঐ।

৩৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *আরণ্যক*, (ঢাকা: অবসর প্রকাশনী), ১৫।

৩৭. উজ্জল মাহাতো, 'মাহাতো জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য টিকে থাকুক', *দৈনিক সমকাল*, ৫ জুলাই ২০২১।

৩৮. Purnendu Kumer, *The Tea Industry of Assam: Origin and Development,* (Guawahati: EBS Publishers, 2009).

৩৯. মো. জাহঙ্গীর কবির, 'সামাজিক পুঁজি হিসেবে জ্ঞাতিসম্পর্কের ব্যবহার: মুণ্ডা সম্প্রদায়ের উদাহরণ', *আইবিএস জার্নাল*, ১১শ সংখ্যা, (জুলাই ২০০৪): ১৫১।

৪০. উজ্জল মাহাতো, 'মাহাতো জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য টিকে থাকুক', *দৈনিক সমকাল*, ৪ জুলাই ২০২১।

৪১. আনারুল হক., রানা, *বাংলাদেশের হরিজন ও দলিত জনগোষ্ঠী*, (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৬), ১৪৬।

৪২. *সাক্ষাৎকার:* ধীরেশ মাহাতো (বয়স: ৪৭), কয়রা, খুলনা, তারিখ: ২৫/৭/২২।

৪৩. *প্রাগুক্ত*।

৪৪. *সাক্ষাৎকার:* রুহিত মাহাতো, শিক্ষার্থী, আইন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: লেখক, তারিখ: ০৫/৩/২৩।

৪৫. *সাক্ষাৎকার:* নিরঞ্জন মাহাতো ((বয়স: ৬৫), সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: লেখক, স্থান: বদরতলা, শোভনালী, আশাশুনি, সাতক্ষীরা, তারিখ: ১২/০৬/২০২০।

৪৬. *প্রাগুক্ত*।

৪৭. *সাক্ষাৎকার:* সন্তোষ মাহাতো (বয়স: ৬২), সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: লেখক, স্থান: বদরতলা, শোভনালী আশাশুনি, সাতক্ষীরা, তারিখ: ১২/০৬/২০২০।

৪৮. *সাক্ষাৎকার:* মঙ্গল মাহাতো (বয়স: ৫৫), সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: লেখক, স্থান: বদরতলা, শোভনালী আশাশুনি, সাতক্ষীরা, তারিখ: ১২/০৬/২০২০।

৪৯. খ.ম. রেজাউল করিম, সুধাংসু শেখর মাহাতো ও উজ্জ্বল মাহাতো, *মাহাতো জনগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতি*, (ঢাকা: আপন প্রকাশ, ২০২১), ৯৬।

৫০. *সাক্ষাৎকার:* অজিহার রহমান, ইউ. পি সদস্য, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: লেখক, স্থান: কাথন্দা, সাতক্ষীরা, তারিখ: ১০/১/২২।

৫১. *সাক্ষাৎকার:* জামাত আলী (বয়স: ৪৫), ব্যাংক কর্মকর্তা, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: লেখক, স্থান: তারিখ: ০৬/৩/২৩।

৫২. আনারুল হক রানা, *প্রাগুক্ত*, ৭৬-৭৭

৫৩. *সাক্ষাৎকার:* ইব্রাহিম (বয়স: ৩৪), সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: লেখক, স্থান: সাতানী, সাতক্ষীরা, তারিখ: ৫/১/২০।

৫৪. *সাক্ষাৎকার:* বুরহান (বয়স: ২০), সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: লেখক, স্থান: ভাদড়া, সাতক্ষীরা, তারিখ: ৫/২/২২।

৫৫. *সাক্ষাৎকার:* বুরহান, *প্রাগুক্ত*।

৫৬. সাক্ষাৎকার: অজিহার রহমান, *প্রাগুক্ত*।

৫৭. সাক্ষাৎকার: জামাত আলী, *প্রাগুক্ত*।

৫৮. *সাক্ষাৎকার:* মনওয়ারুল ইসলাম, (বয়স: ২২), সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: লেখক, স্থান: ভাদড়া, সাতক্ষীরা, তারিখ: ৯/১/২২।

৫৯. *সাক্ষাৎকার:* সনজ কুমার বসু (বয়স: ৪৫), ঋশিল্পী, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এডুকেশন সাপোর্ট প্রোগ্রাম, ঋশিল্পী ইন্টারন্যাশনাল, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: লেখক, স্থান: বিনেরপোতা, সাতক্ষীরা, তারিখ: ১৭/০৭/২০২৩।

৬০. *সাক্ষাৎকার:* জোসেফ খাঁখাঁ (বয়স: ৪০), এডুকেশন সাপোর্ট প্রোগ্রাম, ঋশিল্পী ইন্টারন্যাশনাল, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: লেখক, স্থান: বিনেরপোতা, সাতক্ষীরা, তারিখ: ১৭/০৭/২০২৩।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ০১: খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার মুণ্ডা শিক্ষার্থীদের পরিসংখ্যান

ক্র.নং	ইউনিয়ন	গ্রাম	অনার্স	মাস্টার্স
০১	কয়রা সদর	৬ নং কয়রা	০২	
০২	কয়রা সদর	নলপাড়া	০৩	
০৩	কয়রা সদর	১ নং কয়রা	০১	
০৪	উত্তর বেদকাশী	পশুরতলা	০৩	
০৫	উত্তর বেদকাশী	মাঝেরপাড়া	০০	
০৬	উত্তর বেদকাশী	বড়বাড়ি	০২	
০৭	উত্তর বেদকাশী	পাথাকাটা	০১	
০৮	উত্তর বেদকাশী	লোনাদিঘীর পাড়	০১	
০৯	উত্তর বেদকাশী	কাটকাটা	০০	
১০	উত্তর বেদকাশী	গাতির ঘেরি	০১	
১১	দক্ষিণ বেদকাশী	জোড়শিং	০১	
১২	দক্ষিণ বেদকাশী	আংটিহারা	০০	
১৩	দক্ষিণ বেদকাশী	বেনাপানি	০০	

তথ্যদাতা: ধীরেশ মাহাতো, কয়রা, খুলনা। তথ্য প্রাপ্তির তারিখ: ২৩ জুলাই ২০২৩।

পরিশিষ্ট ০২: সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার মুণ্ডা পরিবার, জনসংখ্যা ও পেশা পরিসংখ্যান

ক্র.নং	উপজেলা	গ্রাম	পরিবার সংখ্যা	জনসংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	১ম/২য় শ্রেণির/সরকারি চাকুরিজীবী
১	তালা	হরিনখোলা	৪৩	১৮৩	এইচ.এস.সি-৪ অনার্স-১, মাস্টার্স-২	নেই
২	তালা	বাকখালী	৩৮	১৫২	অনার্স-১	১ম শ্রেণির সরকারী চাকুরিজীবী ১ জন

তথ্যদাতা: সনজ কুমার বসু, ঋশিল্পী, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এডুকেশন সাপোর্ট প্রোগ্রাম, ঋশিল্পী ইন্টারন্যাশনাল, বিনেরপোতা, সাতক্ষীরা। তথ্য প্রাপ্তির তারিখ: ২০ জলাই, ২০২৩।

পরিশিষ্ট ০৩: সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলায় কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া আদিবাসী মুণ্ডা শিক্ষার্থীদের নামের তালিকা (২০২২-২৩)

ক্র.নং	শিক্ষার্থীদের নাম	শ্রেনী	গ্রাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
০১	স্বদেশ মুণ্ডা	মাস্টার্স	কৈখালী	বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়
০২	পরিতোষ মুণ্ডা	মাস্টার্স	সাহেব খালি	খুলনা বি. এল কলেজ
০৩	মিলন কুমার মুণ্ডা	মাস্টার্স	গাবুরা	বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়
০৪	উত্তম কুমার মুণ্ডা	অনার্স	পূর্ব কৈখালী	খুলনা বি. এল কলেজ
০৫	বাপ্পি মুণ্ডা	অনার্স	কালিঞ্চী	শ্যামনগর মহসীন ডিগ্রি কলেজ
০৬	চাম্পা মুণ্ডা	অনার্স	ধুমঘাট	সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজ
০৭	অপর্ণা মুণ্ডা	অনার্স	কালিঞ্চী	সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ
০৮	গোবিন্দ মুণ্ডা		কালিঞ্চী	
০৯	জয়শ্রী মুণ্ডা	অনার্স	ভেটখালী	সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ
১০	টুম্পা রানী মুণ্ডা		পার্শ্বেমারী	সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ
১১	কনিকা মুণ্ডা	ডিগ্রি	ভেটখালী	
১২	লক্ষ্মী রানী	ডিগ্রি	উত্তর কদমতলা	মুন্সীগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ
১৩	বিশ্বজীত মুণ্ডা	অনার্স	দাতিনাখালী	মহাসিন কলেজ খুলনা
১৪	ভারতী রানী মুণ্ডা	অনার্স	কাশিপুর	
১৫	রমেশ মুণ্ডা	ডিগ্রি	শ্রীফলকাটি	শ্যামনগর মহসীন ডিগ্রি কলেজ
১৬	অনুপ মুণ্ডা	অনার্স	ভেটখালী	খুলনা বিএল কলেজ

১৭	প্রশান্ত মুণ্ডা	মাস্টার্স	উত্তর কদমতলা	আযমখান কমার্স কলেজ, খুলনা
১৮	অর্চনা মুণ্ডা	ডিগ্রি	কালিঞ্চী	আতরজান মহিলা কলেজ
১৯	করুনা মুণ্ডা	এইচ এস সি	কেওড়াতলী	আতরজান মহিলা কলেজ
২০	রিপন মুণ্ডা	দ্বাদশ	কৈখালী	
২১	পলাশ মুণ্ডা	দ্বাদশ	কৈখালী	মুন্সীগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ
২২	খুকুমনি মুণ্ডা	দ্বাদশ	কৈখালী	
২৩	সুমন মুণ্ডা	দ্বাদশ	কৈখালী	
২৪	টুম্পা রানী মুণ্ডা	দ্বাদশ	কৈখালী	
২৫	উত্তম কুমার মুণ্ডা		তারানীপুর	
২৬	পারুল মুণ্ডা	এইচ. এস. সি	ধুমঘাট	আতরজান মহিলা কলেজ
২৭	সুপ্রিয়া মুণ্ডা	দ্বাদশ	ধুমঘাট	আতরজান মহিলা কলেজ
২৮	লিপিকা মুণ্ডা	দ্বাদশ	ধুমঘাট	শ্যামনগর মহসীন ডিগ্রি কলেজ
২৯	শ্যামলী মুণ্ডা	একাদশ	ধুমঘাট	আতরজান মহিলা কলেজ
৩০	বাপ্পি মুণ্ডা	দ্বাদশ	কাশিপুর	মালঞ্চ টেকনিক্যাল কলেজ
৩১	প্রদ্বীব মুণ্ডা	দ্বাদশ	কাশিপুর	শ্যামনগর মহসীন ডিগ্রি কলেজ
৩২	তপন মুণ্ডা	একাদশ	কাশিপুর	
৩৩	কৌশল্যা মুণ্ডা	একাদশ	বাদঘাটা	আতরজান মহিলা কলেজ
৩৪	অরবিন্দু মুণ্ডা	দ্বাদশ	খাগড়াঘাট	মুন্সীগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ
৩৫	সুমন মুণ্ডা	দ্বাদশ	উত্তর কদমতলা	মালঞ্চ টেকনিক্যাল কলেজ

তথ্যদাতা: সন্‌জয় মাঝী, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, সামস (শ্যামনগর আদিবাসী মুণ্ডা সংস্থা)। তথ্য প্রাপ্তির তারিখ: ২১ জুলাই, ২০২৩।

পরিশিষ্ট ০৪: সাতক্ষীরা জেলার মাহাতো পরিবার ও জনসংখ্যার পরিসংখ্যান

ক্র.নং	উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম	পরিবার সংখ্যা	জন সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	১ম/২য় শ্রেণির/সরকারি চাকুরিজীবী
১	আশাশুনি	শোভনালী	বদরতলা	১৬	৮৬	অনার্স-১ মাস্টার্স-০	নেই

তথ্যদাতা: নিরঞ্জন মাহাতো, বদরতলা, আশাশুনি, সাতক্ষীরা। তথ্য প্রাপ্তির তারিখ: ২০ জুলাই, ২০২৩।

পরিশিষ্ট ০৫: খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার মাহাতো পরিবার ও জনসংখ্যার পরিসংখ্যান

ক্র.নং	উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম	পরিবার সংখ্যা	জন সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	১ম/২য় শ্রেণির/সরকারি চাকুরিজীবী
১	কয়রা	উত্তর বেতকাশি	হরিহরপুর	৫৪	৩১৬	অনার্স-৫, মাস্টার্স-২	সরকারি চাকরি-৬ ,২য় শ্রেনী গেজেটেড-২

তথ্যদাতা: ধীরেশ মাহাতো, কয়রা, খুলনা। তথ্য প্রাপ্তির তারিখ: ১৫ জুলাই, ২০২৩।

পরিশিষ্ট ০৬: সাতক্ষীরা জেলার চৌদালী পরিবার, জনসংখ্যা ও পেশা পরিসংখ্যান

ক্র.নং	উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম	পরিবার সংখ্যা	জন সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	১ম/২য় শ্রেণির/সরকারি চাকুরিজীবী
১	সাতক্ষীরা সদর	ঘোনা	ছনকা	৮৪	৪২০	এইচ. এস. সি-৪ অনার্স-১, মাস্টার্স-২	নেই
২	সাতক্ষীরা সদর	বৈকারী	কাথন্ডা	১৫০	৭০৩	অনার্স-১	১ম শ্রেণির সরকারি চাকুরিজীবী ১জন

তথ্যদাতা: সনজ কুমার বসু, ঋশিল্পী, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এডুকেশন সাপোর্ট প্রোগ্রাম, ঋশিল্পী ইন্টারন্যাশনাল, বিনেরপোতা, সাতক্ষীরা। তথ্য প্রাপ্তির তারিখ: ২০ জলাই, ২০২৩।